পাখির মতো

আল মাহমুদ

আম্মা বলেন, পড়রে সোনা
আব্বা বলেন, মন দে ।
পাঠে আমার মন বসে না
কাঁঠাল চাঁপার গন্ধে ।
আমার কেবল ইচ্ছে জাগে
নদীর কাছে থাকতে,
বকুল ডালে লুকিয়ে থেকে
পাখির মতো ডাকতে ।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে
কর্ণফুলির কূলটায়
দুধভরা ঐ চাঁদের বাটি
ফেরেস্তারা উল্টায়
তখন কেবল ভাবতে থাকি
কেমন করে উড়বো,
কেমন করে শহর ছেড়ে
সবুজ গাঁয়ে ঘুরবো ।
তোমরা যখন শিখছো পড়া
মানুষ হওয়ার জন্য,
আমি না হয় পাখিই হবো
পাখির মতো বন্য ।

পাঠবোধ

ছোট মেয়েটি কল্পনা করে আকাশে উড়ে যাবার; পাখির মতো শহর ছেড়ে গাঁয়ের পথে পাড়ি দিতে চায় সে । তার ইচ্ছে হয়, নদীর কাছে, বকুলের ডালে লুকিয়ে থেকে পাখির মতো ডাকতে । কর্ণফুলির কূলে যে সময়ে সবাই ঘুমিয়ে থাকে; দেবদূত নেমে আসে পৃথিবীটাকে ঢেকে দিতে, তখন কেবল সে ভাবতে থাকে কি করে আকাশে উড়বে । আম্মা আর আব্বার অনুরোধ বা আদেশেও পড়াতে তার মন বসে না । অন্য সঙ্গি-সাথিদের মতো পড়াশোনা করে মানুষ হতে সে চায়না, সে চায় বনের পাখির মতো হতে ।

জেনে রাখো ঃ

আম্মা — মা

আব্বা — বাবা

পাঠ — পড়া

কূল — নদীর তীর

কর্ণফুলি — একটি নদীর নাম

ফেরেস্তা — দেবদূত

বন্য — যারা বনে থাকে

সঠিক উত্তরটি লেখো ঃ

1. আল মাহমুদ লিখিত কবিতাটির নাম হলো

ক. পাখির মতো খ. মনের বহর

গ. স্বাধীনতার সুখ ঘ. ঋতু

2. ছেলেটির পাঠে কেন মন বসতে চায় না ?

ক. রজনীগন্ধার গন্ধে খ. জুঁইফুলের গন্ধে

গ. কাঁঠাল চাঁপার গন্ধে ঘ. বকুলের গন্ধে

3. দুধভরা চাঁদের বাটি কে উল্টে ফেলে ?

ক. ছেলেটি খ. পাখিটি

গ. ফেরেস্তারা ঘ. মা

4. ছেলেটি শহর ছেড়ে কোথায় ঘুরে বেড়াতে চায় ?

ক. গ্রামে খ. বিলেতে

গ. রাস্তায় ঘ. ট্রেনে

5. 'পাখির মতো' কবিতাটিতে কোন নদীর কথা বলা হয়েছে ?

ক. কোপাই খ. কর্ণফুলি

গ. পুনপুন ঘ. কৌশিকী

উত্তর দাও ঃ

6. 'পাখির মতো' কবিতাটি কে লিখেছেন ?
7. ছেলেটির আম্মা ছেলেটিকে কী করতে বলেন ?
8. ছেলেটির কী হতে ইচ্ছা করে ?
9. বকুল ডালে লুকিয়ে থেকে ছেলেটির কি করতে ইচ্ছা করে ?
10. সবাই যখন পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকে তখন ছেলেটি কী ভাবতে থাকে ?

11. নিচে লেখা বানানগুলি অশুদ্ধ । এদের শুদ্ধ করে লেখো ঃ

গন্দ

ফেরেস্তা

শবুজ

মানুস

সবুঝ

12. বিপরীত অর্থের শব্দ বেছে নিয়ে লেখো ঃ

ভরা

মানুষ

কাছে

ইচ্ছা

বন্য

দূরে,	শূন্য,
শহুরে,	অমানুষ
অনিচ্ছা	

13. নিচের শব্দগুলির মধ্যে কোনটি একবচন, কোনটি বহুবচন পাশে লেখো ঃ

ছেলেটা

মানুষগুলি

পাখিগুলি

বইখানা

শিশুসব

14. বোঝো — একই কথার একাধিক মানে হয়, যেমন —

পড়া — বই পড়া, ঘুমিয়ে পড়া, গাছ থেকে পড়া ।

মন — পাঠে মন দাও, এক মন ধান দাও ।

ডাল — গাছের ডাল, মুসুর ডাল ।

কুল — টোপা কুল, কুল দেবতা

কূল — নদীর কূল ।

কর — কাজ কর, আয়কর, করতল, করকরে নোট, তুমি করো, ইচ্ছে করো ।

15. এবার নিচের শব্দগুলি দিয়ে ভিন্ন অর্থে বাক্য রচনা করো ঃ

বল (শক্তি) বল (বলা)

পালা (যাত্রার) পালা (পালানো)

16. তোমার চেনা পশু পাখিকে অন্য নামেও ডাকা হয় । সঠিক পশু ও পাখির নামটি জেনে নিয়ে নিচে লেখো ঃ

অশ্ব, শশক, গাভী, গজ, পশুরাজ, শুক পাখি, গল, পেচক, মাছরাঙ্গা

17. বোঝো ঃ

(ক)	তুই কর	তুমি করো	আপনি করুন
(খ)	তুই লেখ	তুমি লেখো	আপনি লিখুন
(গ)	তুই বল	তুমি বলো	আপনি বলুন
(ঘ)	তুই শোন	তুমি শোনো	আপনি শুনুন
(ঙ)	তুই ধর	তুমি ধরো	আপনি ধরুন
(চ)	তুই চল	তুমি চলো	আপনি চলুন

উপরের প্রথম উদাহরণের সঙ্গে 'কাজ' কথাটি জুড়ে তিনটি বাক্য রচনা করা হয়েছে ।

যেমন, তুই কাজ কর, তুমি কাজ করো, আপনি কাজ করুন,

এবার অন্য উদাহরণগুলির সঙ্গে **'খ' - এ চিঠি, 'গ' - এ কথা 'ঘ' - এ গান 'ঙ' - এ বইটি 'চ'** - এ বাড়ি শব্দ যোগ করে একটি করে বাক্যরচনা করো ।

জেনে রাখো ঃ

কবিতাটি বাংলা দেশের বিখ্যাত কবির রচনা । এতে কিছু আরবি-ফারসি শব্দ আছে । এ বিষয়ে শিক্ষকের কাছে জেনে নাও । অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষারও নানা রকম রূপ আছে, যেমন ঝারখণ্ডী বাংলা, ইস্লামি বাংলা ইত্যাদি । পৃথিবীর কয়েক কোটি বাঙালির ভাষা ইস্লামি বাংলা, তাদের ভাষায় পানি, নাস্তা, ফেরেস্তা, ফজর, ইন্তেকাম, রোজ, এই সমস্ত বহু ইস্লামি শব্দ ব্যবহৃত হয় ।

করতে পারো ঃ

1. **কবিতাটি আবৃত্তি করো**
2. **বিভিন্ন রকম পাখির ছবি সংগ্রহ করো ।**